একক ২৪ ❐ ভাষা, লিপি, ভাষাতত্ত্ব, ভাষাবংশ

গঠন

২৪.১ উদ্দেশ্য
২৪.২ প্রস্তাবনা
২৪.৩ ভাষা
২৪.৪ লিপি
২৪.৫ ভাষাতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়
২৪.৬ ভাষাবংশ ঃ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
২৪.৭ সারাংশ
২৪.৮ উত্তরমালা
২৪.৯ গ্রন্থপঞ্জি

২৪.১ উদ্দেশ্য

এই একটি পাঠ করলে আপনি—

- ভাষা, লিপি, ভাষাতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় এবং সমস্ত পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাবংশের সাধারণ পরিচয় লাভ করবেন।
- তুলনামূলক আলোচনায় ভাষাবিজ্ঞান ও ভাষা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করবেন।

২৪.২ প্রস্তাবনা

কীভাবে ভাষার সৃষ্টি হল তার পরিচয় দেবার পর এসেছে লিপির কথা, সেই সঙ্গো তার বিবর্তন। বাংলা লিপি কোন লিপি থেকে জন্ম নিয়েছে সে কথাও। অতঃপর সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় তথা ব্যাকরণের বিভিন্ন শ্রেণির কথা। আলোচিত হয়েছে পৃথিবীর ভাষাবংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। মোটকথা ভাষাতত্ত্ব বা ভাষাবিজ্ঞানের উপক্রমণিকা হিসেবেই এই অধ্যায়টি পাঠ করতে হবে।

২৪.৩ ভাষা

ভাষা মানুষের দিনযাপন তথা জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপকরণ। আদিম মানুষের সামাজিক প্রবৃত্তির সূচনা এই ভাষার মধ্যে দিয়েই হয়েছিল। সে ভাষা চিন্তাকে শুধু বয়ে নিয়ে বেড়ায় না, তাকে সৃষ্টিও করে। ইতর প্রাণী যে কাজ করে তা কিন্তু তার জীবনযাত্রা নির্বাহের পক্ষে দরকারি নয়। এ শব্দ বা ভাষা এক ধরনের চিৎকারই।

মানুষের ভাষার মধ্যে যে বুদ্ধির ব্যবহার থাকে পশুপাখির মধ্যে তা স্বাভাবিকভাবেই থাকতে পারে না। এই হিসেবে মানুষের উচ্চারিত, সুনির্দিষ্ট, অনেকের পক্ষে বোঝবার উপযোগী এই ধ্বনিসমষ্টি হিসেবেই ভাষার পরিচয় বা প্রতিষ্ঠা।

ভাষার সৃষ্টি প্রসঙ্গে বলতে হয় যে আদিম মানুষের মনের ভাবপ্রকাশের মাধ্যম ছিল নানারকমের আকার-ইঙ্গিত। ভাষার সৃষ্টি এইসব আকার-ইঙ্গিত থেকেই। কেমনভাবে তা সম্ভব হয়েছে তা নিয়ে বহু প্রাচীনকাল থেকেই নানান চিন্তাভাবনা চলেছে। এসব ক্ষেত্রে মতপার্থক্যও রয়েছে রীতিমতো। সেইসবের পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাটিই বিশেষভাবে বলবার যে মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালীর বিকাশ বিবর্তনের সঙ্গেই অনিবার্যভাবে ভাষার আবির্ভাব ঘটেছে। এ ভাষা তার প্রবৃত্তিধর্মের মতোই স্বাভাবিক একটি ব্যাপার। তার বিচিত্র ধরনের আকার-ইঙ্গিত, উচ্চারিত ধ্বনিগুলিই দীর্ঘকালের বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ভাষা রূপ লাভ করেছে। এইসব অর্থহীন ধ্বনি বা শব্দসমষ্টিকে সে শ্রেণিবদ্ধ করেছে। সেই সঙ্গে তাৎপর্যসমন্বিতও। এই স্বাভাবিক ধ্বনি এবং বুদ্ধিই সৃষ্টি করেছে ভাষার। মানুষের বোধ বা ধারণা তৈরি হয়ে উঠেছে তার দেখা, শোনা বা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই। ভাষা সম্পর্কেও এ কথা পুরোপুরি প্রযোজ্য। প্রকৃতির সঙ্গে চেতনার মিশ্রণেই তার সৃষ্টি।

২৪.৪ লিপি

মনের ভাব অন্যের কাছে ঠিকঠাক পৌঁছে দেবার জন্যই প্রয়োজন ভাষার। সেই ভাষা যাতে উপস্থিত সময় এবং স্থানের দূরত্ব পার হয়ে প্রত্যেকের কাছে পৌঁছতে পারে, লিপির ব্যবহার সেইজন্যই। **বাংলায় ধ্বনির দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ হল লিপি। ভাষার স্থায়িত্ব তার সূত্রে। তবে বহুমানুষের সচেতন প্রয়াসে তৈরি বলে লিপিবন্ধ ভাষার আকার বা প্রকৃতি** মুখের ভাষার থেকে অবশ্যই কিছুটা আলাদা। কোথায় কোন্ জনগোষ্ঠী ভাষার প্রয়োগ করছে, কথ্যভাষা গড়ে ওঠে সেই অনুসারেই। এক অঞ্চল বা গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য অঞ্চল বা গোষ্ঠীর যে পার্থক্য থাকে তা এইজন্য। লিখবার ভাষায় এই ভিন্নতার অবকাশ কম।

লিপির ইতিহাসের প্রথম দিকে ছিল ছবি আঁকার প্রবৃত্তি বা আকাঙ্ক্ষা। প্রথমে মানুষ ছবি এঁকেই তার মনের ভাব প্রকাশ করত। সে সব ছবির বিষয় মানুষ তখন পর্যন্ত যতটা এগিয়েছিল তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর তাই স্বাভাবিক ভাবেই সে সব ছবি মানুষের, পশুপাখির এবং শিকারের। এখনও দেখতে পাই সভ্যতা যেখানে অনুন্নত অবস্থায় রয়েছে সেখানকার মানুষ এখনও সেসব ছবি আঁকছে। যেমন আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ান্ মানবগোষ্ঠী। এ ছাড়া রয়েছে কুইপু বা গ্রন্থিলিপির চলন, যা দিয়ে নানারকম দড়ির গোছায়—গিঁট দিয়ে বিশেষ বিশেষ বিষয় বা ঘটনাকে চিহ্নিত, নির্দিষ্ট করা হত। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু-দেশের মানুষের মধ্যেই এটি সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে। লিপির এই প্রথম পর্যায়টিকে বলে **আলেখ্য এবং স্মারক চিত্র পদ্ধতি।**

পরে এসেছে **চিত্রলিপি** (Pictogram) এবং **ভাবলিপি** (Ideogram)। কোনও বিশেষ বস্তুকে বোঝানোর জন্য তার পুরো ছবি ব্যবহার করা হত না। বদলে তার প্রতীকধর্মী ছবি দিয়েই ভাব প্রকাশ করা হত। রেখাচিত্র দিয়ে তার ভাবও বোঝানো যেত। যেমন বোঝা মাথায় মানুষের ছবি বললে বোঝাত কোন কিছু বয়ে নিয়ে যাওয়া, হেলানো দেয়াল মানে কোন কিছু পড়ে যাওয়া ইত্যাদি।

তৃতীয় পর্বে শব্দলিপি (Phonogram)। এবার রেখাচিত্রের শব্দ বা ধ্বনিসমষ্টি নির্দেশ করতে লাগল। যেমন পুরনো মিশরীয় ভাষায় 'খেম' শব্দের অর্থ হল আটকানো এবং 'তেব্' শব্দের অর্থ 'শুয়োর'। পুরো শব্দটির ভাবলিপি হচ্ছে একটি মানুষ শুয়োরের লেজ ধরে টানছে। শব্দলিপিতে 'খেস্তের'—এই ধ্বনির জায়াগায় সেই প্রতীক ছবিটিই ব্যবহৃত হতে লাগল। প্রাচীন মিশরের **চিত্রপ্রতীক লিপি** (Hieroglyphic) বা প্রাচীন চীনের লিপি এই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। এর পরে এসেছে অক্ষরলিপি (Syllabic Script)। এই পর্বে ছবি আরও সংক্ষিপ্ত হল এবং সেই ছবি আবার ধ্বনিসমষ্টি না বুঝিয়ে কেবল প্রথম অক্ষরটিকেই বুঝিয়েছে। প্রথমে এর রূপান্তর ঘটল **ধ্বনিলিপি-তে** (Alphabetic Script) । যেমন প্রাচীন মিশরের ভাষার 'লাবোই' ধ্বনিগুচ্ছ সিংহীর ছবিরই দ্যোতক। অক্ষরলিপিতে সেটি 'লা' অক্ষরের প্রতীক। ধ্বনিলিপিতে তা 'ল্' ধ্বনির চিহ্নবিশেষে পরিণত হয়েছে। প্রসঙ্গত বলতে হয় ভারতীয় লিপি কিছুটা ধ্বনি এবং কিছুটা অক্ষরের মিশ্রণ। 'অ'-হল ধ্বনিমূলক হরফ, অন্যদিকে 'ক' কিন্তু অক্ষরমূলক।

এখন আমরা যতরকম লিপি দেখি তার মূল সূত্র চারটি প্রাচীন লিপিপদ্ধতি। এগুলি হল যথাক্রমে ঃ প্রাচীন মিশরের লিপিচিত্র ; ভারতীয় লিপিচিত্র ; চীনা লিপিচিত্র এবং বাণমুখ (Cuneiform) লিপিচিত্র। শেষেরটি মেসোপটেমীয় লিপিপদ্ধতি। প্রায় তিনহাজার বছর আগে একটি লুপ্ত হয়ে গেছে। প্রাচীন মিশরীয় লিপি শিষ্টরূপ গ্রহণ করেছিল ফিনিমিয়ার বণিকেরা। তবে তারা পরিমার্জিত করে নিয়েছিল। মনে রাখতে হবে এর থেকেই পরবর্তীকালের ইউরোপীয় এবং বিভিন্ন সেমিটিক বর্ণমালার সৃষ্টি। চীনা লিপিচিত্র থেকে সৃষ্টি হয়েছে আধুনিক চৈনিক এবং জাপানি লিপি।

খরোষ্ঠী এবং **ব্রাহ্মী** ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন দুটি লিপি। অশোক অনুশাসনে এর নিদর্শন পাওয়া গেছে। এর মধ্যে প্রথমটি সেমিটিক লিপিগোষ্ঠীর। দ্বিতীয়টির উৎস বা সূত্র সম্পর্কে এ রকম কোন কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় নি। এইটুকুই বলবার যে অশোক তাঁর অনুশাসনগুলিতে যে ব্রাহ্মীলিপির ব্যবহার করেছিলেন নানা বিবর্তন পরিবর্তনের ধারাপথ দিয়ে তাই বর্তমান ভারতীয়, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, কোরিয়া, যবদ্বীপ প্রভৃতি পূর্ব-এশীয় লিপিমালায় পরিণত হয়েছে। ভারতে যে সমস্ত লিপি ব্যবহৃত হয় তার সবই সৃষ্টি ব্রাহ্মী লিপি থেকে। গুপ্ত রাজাদের শাসনকালে পূর্বভারতে এটি যে রূপ নিয়েছিল তাকে বলে **কুটিল লিপি**। বাংলা লিপির উদ্ভব এই কুটিল লিপি থেকেই।

২৪.৫ ভাষাতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়

ভাষা এবং লিপির সৃষ্টি আলোচনার সূত্রে অবধারিত ভাবেই আসবে এর উদ্ভব রহস্য এবং বিবর্তনের কথা। এই আলোচনার ধারা চার রকম। এক ঃ **ধ্বনিতত্ত্ব** (Phonology) ; দুই ঃ **রূপতত্ত্ব** (Morphology) ; তিন ঃ **বাক্যরীতি বা পদপ্রকরণ** (Syntax) এবং চার ঃ **শব্দার্থতত্ত্ব** (Semantics)। কোনও ভাষায় ব্যবহৃত বা উচ্চারিত ধ্বনির উচ্চারণের প্রকৃতি নির্ণয় এবং শ্রেণিবিন্যাস এই আলোচনার পরিধির মধ্যে পড়ে। ঐতিহাসিক ক্রম-পরম্পরা ধরেও এর আলোচনা চলতে পারে। আচার্য সুকুমার সেন উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন 'এ' ধ্বনি কীভাবে উচ্চারণ করা হয় তা ধ্বনিবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। এর অন্তঃপ্রকৃতি এবং একই রকম অন্যান্য ধ্বনির

সঙ্গো সম্পর্ক নির্ণয় করবে ধ্বনি বিচার। অন্যদিকে ভাষার ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়-ক্রমের মধ্যে দিয়ে এই 'এ' ধ্বনিটি কীভাবে বর্তমানের রূপ বা আকার অর্জন করেছে ধ্বনিতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতেই তার আলোচনা হবে।

শব্দার্থতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় হল শব্দের অর্থ পরিবর্তনের ইতিহাস। বাক্যরীতি বা পদপ্রকরণে আলোচিত হয় শব্দের প্রয়োগ-বিধি। রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় পদের গঠন প্রণালী। সংস্কৃতর মতো প্রাচীন ধ্রুপদী ভাষাগুলিতে রূপতত্ত্বের আলোচনারই অবিসংবাদিত প্রাধান্য। আধুনিক ভাষার ব্যাকরণে বাক্যরীতি বা পদপ্রকরণই গুরুত্ব পেয়েছে বেশি। এছাড়া রয়েছে 'ইডিয়ম'-এর ব্যাপক ব্যবহার। ভাষা এই কারণেই এখন প্রকাশ সামর্থ্যে রীতিমতো সমৃদ্ধ।

সাধারণভাবে যে-ব্যাকরণ আমরা পড়ি তাকে বলে বর্ণনামূলক ব্যাকরণ (Descriptive Grammar)। এতে ভাষার ইতিহাসের কোনও প্রসঙ্গ থাকে না। ব্যাবহারিক প্রয়োজন এবং জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতেই এর আলোচনা। অন্য ভাষার সঙ্গো তুলনারও ঠিক অবকাশ নেই। অতএব ঐতিহাহিসক ব্যাকরণ (Historical Grammar), তুলনামূলক ব্যাকরণ (Comparative Grammar) বা বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্ব-এর (Descriptive Linguistic) আলোচনার বিষয় এবং প্রেক্ষিত স্বাভাবিকভাবেই পৃথক এবং বৃহৎ। যাকে ঐতিহাসিক এবং তুলনামূলক ব্যাকরণ বলি তার লক্ষ্যই হল ১. ভাষার আধুনিক বা কোনও বিশেষ যুগের প্রয়োগ বা উচ্চারণবিধি, ধ্বনিতত্ত্ব বা প্রত্যয়—এইসব আলোচনার সঙ্গো সেই সেই বিষয়ের বিকাশ বিচার করা, ২. ভাষায় প্রাচীন অবস্থা কীরকম ছিল তার আলোচনা এবং ৩. এর সঙ্গো মোটামুটি সম্পর্ক আছে এমন ভাষার প্রয়োগ ও রীতির সঙ্গো মিলিয়ে আলোচ্য ভাষাটির উদ্ভব ও বিকাশের ধারাটি বের করা। এছাড়াও আছে দার্শনিক বিচার-বিশ্লেষণমূলক (Philosophical বা Psychological) ব্যাকরণ। এর লক্ষ্য হল ভাষার ভিতরকার চিন্তাসূত্রটিকে ধরবার বা বোঝাবার চেষ্টা করা। পরে সেই চিন্তাসূত্র বা চিন্তাপ্রণালী অবলম্বন করে কীভাবে ভাষার রূপের সৃষ্টি এবং বিবর্তন ঘটে থাকে তার বিচার-বিশ্লেষণ চলে। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায় বর্ণনামূলক ব্যাকরণ এইটুকু বলে যে বাংলায় বিশেষ্যর সম্বন্ধপদে কেবল 'র' বা 'এর' বিভক্তি যুক্ত হয়। সর্বনামে উত্তর পুরুষ একবচনে আছে 'আমি' শব্দ ইত্যাদি। ঐতিহাসিক বা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব দেখায় এইসব বিভক্তি বা প্রত্যয় কীভাবে হল। কেমনভাবে প্রকৃত 'কাট' শব্দ থেকে সৃষ্ট 'কের' বা এইধরনের 'কর' শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধপদে এসে গেল ইত্যাদি। পরে কীভাবে এইভাবে 'কের' বা 'কর' থেকে প্রাচীন বাংলায় 'এর' বা 'আর'-এর সৃষ্টি হল। অন্যদিকে দার্শনিক বিচারমূলক ব্যাকরণে সম্বন্ধ পদের, অতীতকালের ভিতরকার চিন্তাধারার দার্শনিক আলোচনা এর যোগ্যতার বিচার-বিশ্লেষণ হয়ে থাকে।

২৪.৬ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

এই মুহূর্তে যে সমস্ত ভাষা চলিত আছে এবং যে সমস্ত লুপ্ত ভাষার খোঁজ পাওয়া গেছে, ইতিহাসের পরম্পরা মেনেই তার গোত্র-বংশপরিচয় নির্ণয় করা হয়েছে। একই স্তরে বা পর্বের নানান ভাষার মধ্যে শব্দকোষ এবং ব্যাকরণগত সাদৃশ্য থাকে অথবা একাধিক ভাষার আগেকার রূপ যদি একই ধরনের হয় তবে সেই ভাষার মধ্যে মৌলিক সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক এবং অনিবার্য। এই সূত্র অনুসরণ করেই—সংস্কৃত, প্রাচীন, পারসিক, আবেস্তীয়, প্রাচীন স্লাভ, আর্মেনীয়, গ্রিক, লাতিন, প্রাচীন জার্মানি বা কেলটিকেক মতো ভাষাগুলি একটি বিশেষ ভাষাবংশেরই

শাখাপ্রশাখা। এরই নাম ইন্দো-ইয়োরপীয় ভাষাবংশ—এদের উত্তরপুরুষ ভাষাগুলি একদিকে, ভারতবর্ষে, অন্যদিকে ইয়োরোপে এবং ভারতবর্ষে ও ইয়োরোপের মাঝামাঝি অঞ্চলে চলিত আছে।

এমন কিছু ভাষা আছে যেগুলিকে কোনও নির্দিষ্ট শ্রেণি বা বংশের মধ্যে আনা যায়নি। এগুলির বেশিরভাগই অত্যন্ত প্রাচীন এবং বর্তমানে লুপ্ত হয়ে গেছে। যাকে আধুনিক ভাষা বলি তার মধ্যে বুশম্যান, হটেনটটের মতো ভাষাও আছে। ভাষাবংশের বিজ্ঞানসম্মত বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এগুলিকে বাদ দেওয়াই সঙ্গত।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই বর্তমান পৃথিবীর ভাষা বিভাজন এইরকম দাঁড়ায় ঃ

১. ইন্দো-ইয়োরোপীয়
২. সেমিটিক-হেমিটিক
৩. বান্টু
৪. ফিন্নো-উগ্রিক
৫. তুর্ক-মোঙ্গল-মাঞ্চু
৬. ককেশীয়
৭. দ্রাবিড়
৮. অস্ট্রিক
৯. ভোট-চীনীয়
১০. উত্তর-পূর্ব সীমান্ত বংশীয়
১১. এস্‌কিমো
১২. আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ভাষা

বিভাজনগুলির প্রসঙ্গে সামান্য কিছু কথা বলা যেতে পারে।

এক। **ইন্দো-ইয়োরোপীয় ঃ** কোন্ ভাষা থেকে এই গোত্রের ভাষাগুলির সৃষ্টি তার কোনো দৃষ্টান্ত আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তুলনামূলক নানারকম আলোচনা থেকে এই মূল ভাষার রূপটি সাধারণভাবে কীরকম ছিল তার একটা স্থূল ধারণা করতে পারা গেছে। কমবেশি সাড়ে চার হাজার বছরের কাছাকাছি সময়ে মূল ভাষা থেকে পৃথক হয়ে এই গোষ্ঠীর প্রাচীন ভাষাগুলির জন্ম হয়েছিল। তারপর সেগুলি ইয়োরোপ এশিয়ার নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। এই মূল ভাষার উৎসমুখ কোথায় তা আজ পর্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি। তা মধ্য ইয়োরোপেও হতে পারে।

যাই হোক, এই ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর প্রাচীন শাখা নয়টি। সেগুলি হল যথাক্রমে—কেল্‌টিক, ইটানিক, জার্মানিক বা টিউটনিক, গ্রিক, বাল্‌টো-স্লাভিক, আলবানীয়, আর্মেনীয়, তোখারীয়, ইন্দো-ইরানীয় বা আর্য। এদের মধ্যে তোখারীয় অনেকদিন হল লুপ্ত হয়ে গেছে। আর সবই জীবন্ত।

দুই। **সেমিটিক-হেমিটিক ঃ** সেমিটিক-হেমিটিক হল এই বংশের দুই শাখা-গোষ্ঠী, অনেকদিন আগে লুপ্ত হয়ে যাওয়া এসিরীয়, আক্কাদীয় এবং ব্যাবিলোনীয় ভাষা সেমিটিক শাখার পূর্ব উপশাখায় অন্তর্গত ছিল। কনানীয়, ফিনীসীয় এবং আরামীয় ছিল পশ্চিমী উপশাখার অন্তর্গত। হিব্রুও এর মধ্যে পড়ে। এটি বর্তমানে ইজরায়েলের প্রধান ভাষা। পশ্চিম উপশাখায় উত্তর গোষ্ঠীর ভাষা হিসেবেই এর পরিচয়। দক্ষিণ গোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো ভাষা হল যেগুলি আরব এবং আবিসীনিয়ায় প্রচলিত আছে। সেমিটিক ভাষার মধ্যে আরবীয়র গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। আটশো খ্রিস্টপূর্বাব্দেও এর নিদর্শন পাওয়া গেছে।

হেমিটিক শাখার ভাষা হল প্রাচীন মিশরীয়। আর কিছু নেই। খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার অব্দেও এর নিদর্শন পাওয়া গেছে। কপটিক্ (Coptic) ভাষার সৃষ্টি এর থেকেই। সপ্তদশ শতাব্দীর পর থেকে এ ভাষা লুপ্ত হয়ে গেছে। তখন থেকে সেই জায়গায় এসেছে আরবী। সেমিটিক-হেমিটিক শাখার মধ্য বেরবের (Berber) এবং কুশীয় (Cushite) ভাষাও পড়ে। লিবিয়া, সোমালিল্যান্ডের মতো দেশের কিছু ভাষা এর অন্তর্গত।

তিন। **বান্টু ঃ** মধ্য এবং পশ্চিম আফ্রিকার প্রায় সমস্ত ভাষাই এর মধ্যে পড়ে। সোয়াহিলি, কঙ্গো, লুবা, নিয়াঞ্জা, জুলু এবং আরও অনেক ভাষা এর অন্তর্গত।

চার। **ফিন্নো-উগ্রিক ঃ** এই গোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য ভাষাগুলির মধ্যে রয়েছে ফিন্‌ল্যান্ড, এস্থোনিয়া, হাঙ্গেরির ভাষা।

পাঁচ। **তুর্ক-মোঙ্গল-মাঞ্চু ঃ** এর তিনটি প্রধান শাখার মধ্যে রয়েছে তুর্ক-তাতার, মোঙ্গল এবং মাঞ্চু। অনেকে মনে করেন এই তিনটি শাখা পৃথক। প্রথমটির সবচেয়ে উল্লেখ্য ভাষা হল তুর্ক। এছাড়াও তাতার, কিরগিজ বা উজবেগের মতো ভাষা এর অন্তর্গত। মোঙ্গালগোষ্ঠীর ভাষাগুলি এশিয়া, ইয়োরোপ বা মোঙ্গালিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। মাঞ্চুবংশের উল্লেখযোগ্য ভাষাগুলি হল সাইবেরিয়ার তুঙ্গুস এবং মাঞ্চুরিয়ায় মাঞ্চু।

ছয়। **ককেশীয়** গোত্রের ভাষা হিসেবে জর্জিয়ার ভাষাই একমাত্র।

সাত। **দ্রাবিড় ঃ** এই গোষ্ঠীর ভাষা দক্ষিণ ভারতেই কমবেশি চলত। উত্তর ভারতেও কোনও কোনও জায়গায় এর প্রচলন আছে, তবে তা পরিমাণে খুবই অল্প। তামিল, তেলেগু, মালয়লম, কানাড়ি, টুলু এবং বেলুচিস্তানের পার্বত্য অঞ্চলে চলিত ব্রাহুই এই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। ওড়িশা, ছোটনাগপুর, মধ্যপ্রদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে প্রচলিত গোঁ-খোঁড়-ওঁরাওদের ব্যবহৃত ভাষা এর মধ্যে পড়ে। অনেক ভাষাতত্ত্ববিদের বিবেচনায় মালদহ জেলায় রাজমহল অঞ্চলের মাল্‌তো বা মাল্‌পাহাড়ীর সঙ্গে কানাড়ী বা কন্নড়ের সম্পর্ক আছে।

আট। **অস্ট্রিক ঃ অস্ট্রো-এশীয়** এবং **অস্ট্রোনেশীয়** এই বংশের দুটি শাখা। প্রথমটির উপশাখা হল মোন্-খমের এবং কোল। মোন্-খমের ব্রহ্মদেশ, মালয়ের কিছু অঞ্চলে এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে প্রচলিত। কোল উপভাষা কেবল ভারত ভিত্তিক। পশ্চিম বাংলা, ওড়িশা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ এবং মাদ্রাজে কোনো কোনো অঞ্চলে বলা হয়ে থাকে। মালয়, যবদ্বীপ (জাভা), বলিদ্বীপ প্রভৃতির ভাষা অস্ট্রোনেশীয় উপশাখার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের বেশ কিছু অংশে এই শাখার ভাষা চলিত আছে।

নয়। **ভোট-চীনীয়** ভাষাগোষ্ঠীর তিনটি শাখার নাম হচ্ছে **চীনা, তাই** এবং **ভোটবর্মী** চীনা ভাষায় পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি লোক কথা বলে। এ ভাষায় সবচেয়ে পুরনো নিদর্শন চার হাজার বছর আগেকার। তাই শাখার ভাষা শ্যামদেশীয় ভাষা। **ভোটবর্মী** শাখার উপভাষাগুলি হল যথাক্রমে তিব্বতী, বর্মী এবং

বোড়ো। প্রধানত বাংলা দেশের উত্তরপূর্বে তথা হিমালয়ের পূর্বদিকের পাদদেশে বোড়ো, কাচিন, নাগা প্রভৃতি বোড়ো উপশাখার ভাষা চলিত আছে।

আরও কিছু ভাষা উল্লেখ্য। এগুলির মধ্যে এশিয়ার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের ভাষা 'চুক্‌কী', গ্রীনল্যান্ড এবং তার কাছাকাছি অঞ্চলে প্রচলিত **এস্‌কিমো** এবং আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ভাষা।

২৪.৭ সারাংশ

ভাষা ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতেই অন্য প্রাণীর থেকে মানুষের স্বাতন্ত্র্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব। মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালীর বিবর্তনের সঙ্গেই এই ভাষার আবির্ভাব বা সৃষ্টি। মানুষের উপলব্ধি বা ধারণা গড়ে উঠেছে তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই। ভাষা সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য।

ভাষায় যে ধ্বনি প্রকাশ পায় তারই দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ হল লিপি। এর সূত্রেই ভাষার স্থায়িত্ব। এই লিপিরই শ্রেণিভেদ বিভিন্ন পর্যায়, বিবর্তন বা ক্রমবিকাশের কথা এখানে সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। ভারতবর্ষের দুটি প্রাচীন লিপির প্রসঙ্গও এসেছে। সেই সঙ্গে বাংলা লিপির উদ্ভব কোন লিপি থেকে সে কথাও।

ভাষা এবং লিপির আলোচনার সূত্রেই ভাষার উদ্ভব ও বিবর্তনের প্রসঙ্গ অবধারিতভাবেই এসে যায়। ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যরীতি বা পদপ্রকরণ এবং শব্দার্থতত্ত্ব—এই চারভাগে সে আলোচনার বিন্যাস। সংক্ষেপে সেই ভাগগুলি এখানে আলোচিত হয়েছে। তার সঙ্গে রয়েছে বর্ণনামূলক ব্যাকরণ, ঐতিহাসিক ব্যাকরণ, তুলনামূলক ব্যাকরণ, বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্ব এবং দার্শনিক বিচার-বিশ্লেষণমূলক ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ভাষাতত্ত্বের বিষয়বস্তুকে সুচিহ্নিত করে দেবার জন্য।

ভাষাবংশ-এর আলোচনায় এসেছে বর্তমান পৃথিবীর ভাষা-বিভাজনের কথা। ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী থেকে শুরু করে এসকিমো এবং আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ভাষা আলোচনার বৃত্তে এসেছে। অবশ্য খুবই সংক্ষিপ্ত ভাবে। কমবেশি বারো ভাগে এই বিভাজন দেখানো হয়েছে।

২৪.৮ অনুশীলনী

নীচের প্রশ্নগুলির অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

১. (ক) কেন ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল ?

(খ) লিপির ইতিহাসের প্রথম দিকে কোন্ আকাঙ্ক্ষা প্রবল ছিল ?

(গ) চিত্রলিপি এবং ভাবলিপি কাকে বলে ?

(ঘ) ভারতের দুটি প্রাচীন লিপির নাম কী ?

(ঙ) কোন্ লিপি থেকে বাংলা লিপির জন্ম হয়েছিল ?

(চ) ঐতিহাসিক এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ককে বলে ?

(ছ) ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাগুলির কীভাবে সৃষ্টি হয়েছিল ?

(জ) অস্ট্রিক বংশের দুটি শাখার নাম কী ?

২. (ক) লিপির বিভিন্ন পর্যায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

(খ) ভাষাতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

(গ) ইন্দো-ইয়োরোপীয়, দ্রাবিড় এবং অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

২৪.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা।

২. অতীন্দ্র মজুমদার—ভাষাতত্ত্ব।

৩. ড. পরেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম)।

৪. ড. জীবন্দেু রায়—বাংলা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।